দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩

শেকৃবিতে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা শিক্ষক-কর্মচারীরা বিপাকে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অপসারিত হলেও তার রেখে যাওয়া ছকেই চলছে প্রশাসন। অগোছালো ভঙ্গুর প্রশাসনের কাজকর্ম চলে মন্থরগতিতে। মাত্র দু'টি অনুষদের এক একটি প্রশাসনিক কাজ করতে রেজিস্ট্রার অফিসের ৬ মাস থেকে এক বছর সময় লেগে যাচ্ছে। কৃষি অনুষদের প্যাথলজি বিভাগের ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট প্রীতিলতা সর্দারের বার্ষিক বর্ধিত বেতন গত বছর ১৫ জুন থেকে পাওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তা এ বছর পর ৭ এপ্রিল থেকে পাবেন। প্রীতিলতার মত শেকৃবির আরো ৪৯ জন কর্মচারীর বর্ধিত বেতনের অফিস আদেশ হয়েছে ৮ থেকে ১০ মাস পর এ মাসের ৭ তারিখ হতে। শুধু কর্মচারী নয় প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতার ফাঁদে পড়ছেন শিক্ষকরাও।

কৃষি অনুষদের তিনজন শিক্ষকের পদোন্নয়নের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পড়েছে এই মাসে। জানা গেছে, তাদের একজনের পদোন্নয়নের দরখাস্ত পড়েছে ১১ মাস আগে, অন্য দুইজনের পড়েছে ৩ মাস আগে। অথচ শেকৃবির পদোন্নয়ন আইনে বলা আছে কোন শিক্ষকের পদোন্নয়নের দরখাস্ত পড়ার ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তার প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করে নিতে হবে। পদোন্নতি আর বেতন বৃদ্ধিতে দীর্ঘসূত্রিতার পাশাপাশি শিক্ষকদের পাসপোর্টের অনাপত্তি পত্র দেয়া, ছুটির পর কাজে যোগদানের চিঠি পাঠানোসহ সবক্ষেত্রে কোন কাজ ১ থেকে দেড় মাসের কম সময়ে হয় না। এরকম দীর্ঘসূত্রিতার প্রধান কারণ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে লোকের অনুপস্থিতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন) এর চেয়ার ৪ মাস যাবৎ খালি রয়েছে।

জানা গেছে, ঐ পদে বর্তমান ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল ফারুককে নিয়োগ দেয়া হলেও অপসারিত সাবেক ভিসি তাকে ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান পদে বদলি করেন। চৌধুরী ফারুক জানান, শেকৃবিতে যে নির্মাণ কাজ চলছে তার টেন্ডার দুর্নীতিতে সাবেক ভিসিকে সহায়তা না করায় ভিসি তার উপর ক্ষুব্ধ হন। যোগ্যতার সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পদে তাকে বদলি করেন। তিনি জানান, কোন সরকারি কর্মকর্তা অনিয়ম দুর্নীতি বা অদক্ষতার সাথে জড়িত থাকলে তাকে ওএসডি করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদে বদলি করা যায় না। তার বিরুদ্ধে শেকৃবিতে কোন অনিয়ম দুর্নীতি বা অদক্ষতার অভিযোগ ওঠেনি এবং লাইব্রেরিয়ান পদের জন্য প্রয়োজনীয় কোন ডিগ্রী না থাকা সত্ত্বেও তাকে বদলি করা হয়েছে। ফলে সংস্থাপন শাখার কাজের গতি কমে গেছে। রেজিস্ট্রারের পক্ষে সব কাজ সময়মত চালানো সম্ভব না। তার পূর্ববর্তী পদ ফেরত দেয়ার জন্য বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ভিসির নিকট আবেদন করা হলেও কোন ব্যবস্থা তিনি নেননি।

সাবেক ভিসির সাজানো প্রশাসনে এখনো অনেক শিক্ষক-কর্মকর্তার কাজ আটকে আছে। প্রতিবাদ করলে কাজ শেষ হতে আরো সময় লাগবে, এরকম আতঙ্কের কারণে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষক জানিয়েছেন, সাবেক ভিসি অপসারিত হলেও তার সহায়ক শক্তি এখনো তৎপর। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ভিসির উপর ঐসব শক্তির প্রভাব স্পষ্ট। সব প্রভাবের বৃত্ত থেকে বের হয়ে আরো কঠোর হলে দ্রুত প্রশাসনের চেহারা পাল্টে যাবে।